টিএসসি এখন সংস্কৃতি নয় রাজনীতির দখলে

লিখেছেন **হাসান জামান**

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের তীর্থস্থান বলতে এক সময় সবার আগে বিবেচিত হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র যা টিএসসি নামে সবার কাছে পরিচিত। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনসহ যেকোনো প্রগতিশীল আন্দোলনে ঢাবির ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকার অন্যতম পীঠস্থান টিএসসি। আজ ঐতিহ্য হারিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ত পদচারণা আর সংস্কৃতি কর্মীদের প্রাণবন্ত আড্ডার অনেকটাই দখল করে নিয়েছে রাজনৈতিক কর্মকান্ড।

সাংস্কৃতিক কর্মীদের পিছু হটিয়ে রাজনৈতিক-কর্মীদের দৌরাত্ম্য আর কিছু প্রেমিক যুগলের দেখা মেলে টিএসসিতে।

মূলত ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতায় পালাবদলের পর থেকে টিএসসির বিপর্যয় শুরু। ক্ষমতার পালাবদল আগেও হয়েছে। কিন্তু এরকম প্রভাব কখনো পড়েনি। অন্তত সংস্কৃতি চর্চা এভাবে মুখ থুবড়ে পড়েনি। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে টিএসসি সন্ধ্যার পর বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া পুরনো সংগঠন, যারা রিহার্সেল করতো তাদের সেই সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। রুমগুলো দখল করে নেয় সরকারি দলের কতিপয় সংগঠন। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো সংগঠন চলচ্চিত্র সংসদ ও বিতর্ক সংসদের অস্তিত্বও হুমকির মুখে পড়েছিল (অথচ এগুলো ঢাবি'র ডাকসু অধিভুক্ত সাংস্কৃতিক সংগঠন)। ধাক্কা সামলে এখন তাদের কাজ অবশ্য চলছে। এখন যে রুমগুলো সেবা, কমল ও ঢাবিসাসের দখলে সেগুলো আগে আবৃত্তি সংগঠন স্রোত, ছোটদের পড়ালেখা শেখাতো অর্ক আর উদীচী ব্যবহার করতো। আরেকটা রুমে রিহার্সেল চলতো প্রয়োজনের ভিত্তিতে। 'সেবা' নামের সংগঠনটি বেশ জোরেসোরেই কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মকান্ড চালিয়েছে। এখন রুমই খোলা হয় না। কর্মকান্ডও নেই। অথচ রুমটা তাদের দখলে। অন্যদিকে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে 'কমল' সংগঠনটির মূল কার্যক্রম সংগীত চর্চা আর ঢাবিসাসও কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। দেশের সংস্কৃতি আন্দোলনে তারা কেউ মূলধারার সংগঠন নয়। সরকারি দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততার

'ডাকসু কার্যকর না থাকায় কর্মকান্ড স্থবির হয়ে গিয়েছিল'

মোঃ আলমগীর হোসেন

পরিচালক, টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : টিএসসি প্রশাসন বর্তমানে কি কাজ করছে?

আলমগীর হোসেন : টিএসসি কর্তৃপক্ষ তার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গত বছর থেকে এ পর্যন্ত ঈদ-পূর্ব মেলা, বসন্ত উৎসব, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপনসহ বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে। কিছুদিন আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। শিগগিরই সমাপনী অনুষ্ঠান হবে।

২০০০ : টিএসসির সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড কিভাবে পরিচালিত হয়?

আলমগীর হোসেন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয় হল ইউনিয়ন ও ডাকসুর মাধ্যমে। গত কয়েক বছর ডাকসু কার্যকর না থাকায় কর্মকান্ড স্থবির হয়ে গিয়েছিল। ঢাবি কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতায় এবং টিএসসির উদ্যোগে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড আবার শুরু হয়েছে।

২০০০: সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ঢাবি'র নিজস্ব অনুষ্ঠান। পরবর্তীতে সেটার জন্য স্পন্সর নেয়া হয়। এর কারণ কী?

আলমগীর হোসেন : ঢাবি'র নিজস্ব অর্থ সংস্থানে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। পরবর্তীতে আরো অর্থ সংস্থানের জন্য স্পন্সর নেয়া হয়। এখন স্পন্সর নিয়ে এ দেশে অনেক কাজ হচ্ছে। এটাও সে রকম।

২০০০ : সংগঠনগুলোকে টিএসসির রুম বরাদ্দ দেয়ার নীতিমালাটা কী?

আলমগীর হোসেন : যে সব সংগঠন রুমে রিহার্সেল করবে তাদের কমিটিতে ঢাবি'র বর্তমান বা প্রাক্তন ছাত্রদের থাকতে হবে। তাছাড়া উপদেষ্টা হিসেবে ঢাবি'র শিক্ষকদের থাকতে হবে।

২০০০ : রুম বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে এসব নীতিমালা কতটুকু মানা হয়? এছাড়া ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে রুমের মালিকানাও বদলে যায়। এর কারণ কি ?

আলমগীর হোসেন : নীতিমালা যতটুকু সম্ভব মেনে চলা হয়। আর রুম বরাদ্দ দেয়া হয় আবেদনের প্রেক্ষিতে। অনেক সময় আবেদনকারী সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশে রুম পায়। অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিজেও বরাদ্দ দিয়ে দেয়।

২০০০ : টিএসসির মাঠ সবসময়ই অনেক যত্নে রাখা হতো। এখন সেখানে মাঠের ক্ষতিসাধন করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হচ্ছে। এর কারণ কি?

আলমগীর হোসেন : এই সিদ্ধান্ত আমার উচ্চ পর্যায় থেকে নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমি বাধ্য ছিলাম।

২০০০ : টিএসসিতে নিয়ম করে ধূমপান বন্ধ করা হলেও সেটা প্রয়োগ হচ্ছে না। বহিরাগতরা এসে অসামাজিক কার্যকলাপ করছে। এ সবের প্রতিবাদ করছেন না কেন?

আলমগীর হোসেন : ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য টিএসসি কর্তৃপক্ষ তাদের সাধ্যমতো করছে। তবে কিছুটা ধূমপান এখনো হয়। পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। আর বহিরাগতদের কার্যকলাপ ও ধূমপান রোধে সবার সচেতনতা প্রয়োজন। এখানে আইডি কার্ড দেখাতে হয় না। তাই অনেক বহিরাগত আসে। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।

সুযোগে তারা দখল করে আছে রুমগুলো। অভিযোগ পাওয়া যায়, ছাত্রদলের অনেক কাজই এ দুটো রুম থেকে পরিচালিত হচ্ছে। অপর পাশে আরেকটি রুম দখলে রেখেছে ডুমা (ঢাবি মিউজিক অ্যাসোসিয়েশন)। তাদের কর্মকান্ডও সীমিত। অভিযোগ পাওয়া যায়, সংগঠনের বেশির ভাগ কর্মী ঢাবির ছাত্র নয়, বহিরাগত। আর আছে ট্যুরিস্ট সোসাইটি। কর্মকাণ্ড বলতে বছরে এক-দুটি ট্যুর আয়োজন।

টিএসসির পুরনো সংগঠনগুলোর মাঝে চলচ্চিত্র সংসদ এবং বিতর্ক সংসদ তাদের কাজের জন্য সুপরিচিত। চলচ্চিত্র সংসদ ছাত্রদের সুলভে বিশ্বের নান্দনিক ও বিখ্যাত

নেই সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ তাইতো অলস আড্ডা

চলচ্চিত্রগুলো দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। বিতর্ক সংসদ ক্যাম্পাসে বেশ জনপ্রিয়। তবে তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকট। এটা পূর্ণরূপ পায় যখন তাদের বার্ষিক নির্বাচনের সময় আসে। এছাড়া কণ্ঠশীলনের মতো আবৃত্তি সংগঠনগুলোর আলাদা কোনো কক্ষ নেই। তারা তাদের অনুশীলন পরিচালনা করে টিএসসির সঙ্গে অনেকটা ভাসমান অবস্থায়।

তবে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে নাট্যচর্চা। টিএসসিতে এক সময় অনেক নাটকের দল নিয়মিত মহড়া করতো। অনেক নাটকও মঞ্চায়ন হতো। অবশ্য রোভার স্কাউটস, সাংবাদিক সমিতি, দাবা সংগঠন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মূল গেট অর্থাৎ মাঠে ঢোকার মুখেই হাতের ডানে চমৎকার ফুলের বাগান। অথচ এই বাগানটা ছিল নাটকের মহড়ার জায়গা। আর টিএসসি কর্তৃপক্ষ 'ডাস'কে যে জায়গাটা দিয়েছে স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করতে, সেটা ছিল নাটকের স্টেজ। সেখানে শো'র আগে দলগুলো শেষ প্রস্তুতি নিতো। এখন সেখানে হাঁড়ি-পাতিল ধোয়া থেকে অন্যান্য সব কাজই করা হয়।

টিএসসির ভেতরে টয়লেটে সন্ধ্যার পর জমে নেশাখোরদের বেশ জমজমাট ভিড়। ফেনসিডিল, গাঁজা সবই চলে। ক্ষমতাসীন ছাত্রদলের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু ছাত্র ও ক্ষমতাধর কিছু বহিরাগতরা মিলে এসব অপকীর্তিতে জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সম্প্রতিকালে টিএসসি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বসন্ত উৎসব, ঈদ-পূর্ব মেলা, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উদ্‌যাপন। টিএসসির ভেতরে চমৎকার মাঠটি সব সময়ই কঠোর রক্ষণাবেক্ষণের মাঝে থাকতো। অথচ মাঠে খুঁটি গেড়ে, মাঠের ক্ষতি করে, প্যান্ডেল সাজিয়ে এই অনুষ্ঠানগুলো আয়োজনের যৌক্তিকতা কতটুকু তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। নতুন উপদেষ্টা আসার পর থেকেই এগুলো শুরু হয়েছে বলে জানা যায়। ঢাবি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে। ভালোই চলছিল অনুষ্ঠানমালা, অথচ হঠাৎ করেই ভূতের মতো অডিটরিয়ামে শোভা পেতে লাগল স্পন্সরের সুদৃশ্য সাইনবোর্ড। প্রথমত নিজস্ব অনুষ্ঠান, দ্বিতীয়ত হঠাৎ করেই অনুষ্ঠানের মাঝপথে এসে এভাবে স্পন্সর আসাটা দৃষ্টিকটু লাগে। স্পন্সর আসতেই পারে, কিন্তু এভাবে এলে মনে হয় সেটা যেন কোনো বিশেষ যোগাযোগের ফল।

দিনের বেলা খোলা টিএসসিতে বড় সমস্যা বহিরাগতরা। বিশেষ করে একশ্রেণীর বখাটে মেয়েদের নিয়ে অশোভন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, যার দায়ভার চাপছে ঢাবি'র ছাত্রছাত্রীদের ঘাড়ে। বেশ জোরেসোরে ঘোষণা দিয়ে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে টিএসসি ধূমপানমুক্ত করা হলো। ধূমপান অনেকটা কম এখন সেটা সত্যি। তবে মাঝে মাঝে ধোঁয়ার আধিক্যে সাইনবোর্ডটাই দেখা যায় না।

টিএসসির সংস্কৃতি চর্চার সেই প্রাণবন্ত সময়টাতে সবচেয়ে উপকৃত হতো ঢাবি'র ছাত্ররাই। খুব সহজেই কর্মশালাগুলো ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারত তারা। দিন দিন সে সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসছে। পুরনো মানুষেরা যারা এখান থেকে বড় মানুষ হয়েছেন, নিয়মিত আসতেন, ছোটদের দিকনির্দেশনা দিতেন তারাও আর আসছেন না। বরং এই আড্ডাগুলো অনেক ক্ষেত্রে সরে গেছে আজিজ সুপার মার্কেটে। এভাবে দেশের সংস্কৃতি চর্চার মূল কেন্দ্র টিএসসি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ঐতিহ্য।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

'আমি ঢাবি'র প্রাক্তন ছাত্র, সিনেট সদস্য ও ডাকসুর কর্মকর্তা। আমি কি এখন মহড়ার সুযোগ পাব?'

গোলাম কুদ্দুস *পদাতিক নাট্যগোষ্ঠী ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট*

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি তো একেবারেই টিএসসি থেকে উঠে আসা একজন মানুষ। টিএসসি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

গোলাম কুদ্দুস : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রগতিশীল আন্দোলনের লালনক্ষেত্র হিসেবে টিএসসি পরিগণিত হয়ে আসছে। বর্তমানে নব নাট্য আন্দোলনের ধারায় যে সব দল ও কর্মীরা জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত হয়েছে তাদের সবারই জন্ম টিএসসি থেকে। বাচনিক শিল্পমাধ্যম হিসেবে আবৃত্তির জনপ্রিয়তা ও বিকাশ লাভে টিএসসির ভূমিকা অসীম। এটা ছিল নবীন-প্রবীণ কবি-লেখকদের মিলনমেলা। কবিতা উৎসব করার আইডিয়া এখান থেকেই আসে। অসংখ্য সাংস্কৃতিক সংগঠন টিএসসির পৃষ্ঠপোষকতায় কার্যক্রম পরিচালনা করতো। এক কথায় ঢাকার এমনকি অনেক ক্ষেত্রেই পুরো দেশের সংস্কৃতিকর্মীদের মিলনমেলা ছিল টিএসসি।

২০০০ : বর্তমানে টিএসসির মূল্যায়ন করবেন কিভাবে?

গোলাম কুদ্দুস : পুরনো দিনগুলোতে বিকেল থেকে রাত ৯-১০টা পর্যন্ত চলতো আমাদের রিহার্সেল। সেই সঙ্গে আড্ডা। আর এখন তো ভেতরটা বন্ধ হয়ে যায় সন্ধ্যায়। সেই পুরনো ঐতিহ্য টিএসসি হারাতে বসেছে। বিশেষ করে বিগত জাতীয় নির্বাচনের পর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কতগুলো খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে মহড়ার সব সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করা হয়। কর্তৃপক্ষের মতে এখানে মহড়া পরিচালনাকারী দলগুলোর সব ছাত্র ঢাবি'র নয়।

২০০০ : এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

গোলাম কুদ্দুস : আমাদের জানা মতে নাটক, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের অধিকাংশই বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র। আমি ঢাবি'র প্রাক্তন ছাত্র, সিনেট সদস্য ও ডাকসুর কর্মকর্তা। আমি কি এখন মহড়ার সুযোগ পাব?

২০০০ : সিনেট সদস্য হিসেবে আপনি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন?

গোলাম কুদ্দুস : ঢাবি সিনেটে যখন ছিলাম একটি কমিটি করা হয়েছিল টিএসসি কি কাজে ব্যবহৃত হবে। আমিও কমিটির সদস্য ছিলাম। সেখানে সুপারিশ ছিল টিএসসি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের জন্য ব্যবহৃত হবে। আমি একটি সুপারিশ করেছিলাম টিএসসির পরিত্যক্ত সুইমিংপুলের জায়গায় যেন তিন স্তর বিশিষ্ট একটি মহড়াকক্ষ নির্মাণ করা হয়। সেটা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনও পেয়েছিল। কিন্তু কাজ হয়নি।

২০০০ : কতগুলো দল এখানে অনুশীলন করতো?

গোলাম কুদ্দুস : নিয়মিতভাবে ৮০-১০০টি সাংস্কৃতিক সংগঠন নিয়মিত অনুশীলন করতো। অথচ এখন সংখ্যাটি বড়জোর ২০।

২০০০ : সেই সংগঠনগুলোর বর্তমান অবস্থা কি?

গোলাম কুদ্দুস : অনেক সংগঠনই বন্ধ হয়ে গেছে। আবার অনেকগুলো মহড়া পরিচালনা করে পার্শ্ববর্তী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।

২০০০ : টিএসসি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আপনার অভিমত কি?

গোলাম কুদ্দুস : অনেক সংগঠনই অকারণে রুম দখল করে রেখেছে। তাছাড়া অনেক রুম খালি পড়ে রয়েছে। যে মৌলবাদী গোষ্ঠীর চক্রে পড়ে দেশটার এই অবস্থা সেখান, থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনই আমাদের বাঁচাতে পারে। তাই কর্তৃপক্ষের উচিত কক্ষগুলো আবার সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া। যেটা মূলত করতে পারে ঢাবি কর্তৃপক্ষ।